একনজরে বাংলাদেশ

শিবানন্দ মৃধা

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত বাংলাদেশ দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মাসে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলটি ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনবসানের সময় "পূর্ব বাংলা" নামে পরিচিত ছিল। সেটি নবগঠিত দেশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুতির পর "পূর্ব বাংলা" থেকে "পূর্ব পাকিস্তান" এ নাম পরিবর্তন হয়। ১৯৭১ সালে "পূর্ব পাকিস্তান" "বাংলাদেশ" নামে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

সরকারি নাম ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বা পিওপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। রাজধানী ঢাকা।

স্বাধীনতা ঃ ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বিজয় দিবস হিসাবে পরিচিত এবং সরকারি ভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ৩১শে জুলাই ২০১৫ সালে ভারতের সঙ্গে ভূখণ্ড বিনিময় হয়। যা "ছিটমহল" বিনিময় নামে পরিচিত।

সংবিধান ঃ ১৯৭২ সালে ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় এবং বলবত হয় ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে। ১৯৮২ সালে ২রা মার্চ সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে সংবিধান বাতিল হয়। ১৯৮৬ সালে ১০ই নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সালে পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধান ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে। জাতীয় সংসদ হল বাংলাদেশের আইন সভা।

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উত্তরপূর্ব অংশে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ উত্তর-দক্ষিণে ২০° ৩৮′ থেকে ২৬° ৩৮′ উত্তর দ্রাঘিমা অক্ষাংশে এবং পুর্ব-পশ্চিম ৮৮°০১′ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা অক্ষাংশে পর্যন্ত বিস্তৃত।

আন্তর্জাতিক সময় অঞ্চল ঃ বাংলাদেশের স্থানীয় সময় ৬ ঘণ্টা এগিয়ে অর্থাৎ +৬ ঘণ্টা গ্রীনিচের প্রমাণ সময় থেকে। আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড ঃ +৮৮০

সীমা ও আয়তন ঃ বাংলাদেশের উত্তর সীমায় ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মায়ানমার; পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও মায়ানমার দেশ। মোট আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গ কিমি; জমি ১৩৩.৯১০ বর্গ কিমি ও জলজ ১০.০৯০ বর্গ কিমি। আন্তর্জাতিক স্থলসীমার দৈর্ঘ্য ৪২৪৬ কিমি। ভারতের সঙ্গে ৪০৫৩ কিমি ও মায়ানমারের সঙ্গে ১৯৩ কিমি। সমুদ্র সীমানা ৫৮০ কিমি। সমুদ্র ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভূপ্রকৃতি ঃ বাংলাদেশ প্রধানত নদীমাতৃক, পলল গঠিত একটি আর্দ্র অঞ্চল। বাংলাদেশের ভূখণ্ড মূলত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী দ্বারা গঠিত সুবৃহৎ ব-দ্বীপের সমন্বয়ে তৈরী। বাংলাদেশের গ্রাম, জনপদ, জীবন, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে অসংখ্য-নদীকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি তিনভাগে ভাগ করা যায়—সমভূমি অঞ্চল, উচ্চভূমি অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চল। বাংলাদেশের অধিকাংশ

অঞ্চল সমভূমি অঞ্চল। সমভূমি অঞ্চলটি গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র এবং এদের শাখা নদীর পলিমাটি দিয়ে গঠিত। উর্বর অঞ্চল, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার উত্তরাংশ, বগুরা ও রংপুর জেলার পশ্চিমাংশ উচ্চ সমভূমি অঞ্চল নামে পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম জেলার কিছু অংশ, ময়মনসিংহের উত্তরাংশ এবং সিলেট জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশ নিয়ে গঠিত পার্বত্য অঞ্চল। পাহাড় গুলির গড় উচ্চতা ২০০০ ফুট। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল বিজয় (তাজিং ডং)। এর উচ্চতা ১২.৮০ মিটার।

জলবায়ু ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী ধরণের। আর্দ্রতা নাতিশীতোষ্ণ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ছয়টি ঋতু বিদ্যমান যথা—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় শীতকালে যথাক্রমে ২০°C ও ১১°C এবং গ্রীষ্মকালে যথাক্রমে ৩৮°C ও ২১°C। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১, ১১৯৪ মিলিমিটার থেকে ৩,৪৫৪ মিলিমিটার।

আর্দ্রতা ঃ সর্বোচ্চ ৯৯% জুলাই মাসে। সর্বনিম্ন ৩৬% ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে।

নদ-নদী ঃ বাংলাদেশের নদ-নদী তার শাখানদী ও উপনদীসহ মোট প্রায় ৭০০ নদী আছে। গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমনা, সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা, কর্ণফুলি, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র আড়িমাল খাঁ, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তিস্তা, আত্রাই, গড়াই, মধুমতি, কপোতাখ, রুপসা, পসুর, ফেনী, তিতাস, করতোয়া, গোমতী, ইত্যাদি অন্যতম প্রধান নদী। বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী সুরমা ৩৯৯ কিমি বা ২৪৮ মাইল দীর্ঘ। যমুনা নদী প্রস্থে সর্বাধিক।

জাতীয় দিবস ঃ ২রা ফেব্রুয়ারি 'জনসংখ্যা দিবস'; ২১শে ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস', এই দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং 'আন্তর্জাতিকভাবে এটি পালিত হয়; ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস'; ১লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ; ২১শে নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস'; ১৬ই ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস'।

জাতীয় প্রতীক সমূহ ঃ

জাতীয় প্রতীক ঃ দুপাশে ধানের শীষ বেষ্টিত জলে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা, তার মাথায় পাট গাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাতা ও দুপাশে দুটি করে তারকা।

জাতীয় পতাকা ঃ সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত।

জাতীয় সঙ্গীত ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার সোনার বাংলার" প্রথম ১০ লাইন।

জাতীয় রণ সঙ্গীত ঃ কাজী নজরুল ইসলামের "চল্ চল্ চল্"।

জাতীয় ক্রীড়া সঙ্গীত ঃ সেলিম রহমানের 'বাংলাদেশের দুরন্ত সন্তান আমরা দুর্গম দুর্জয়।'

জাতীয় পাখি ঃ দোয়েল
জাতীয় পশু ঃ রয়ের বেঙ্গল টাইগার
জাতীয় ফুল ঃ সাদা শাপলা
জাতীয় ফল ঃ কাঁঠাল
জাতীয় মাছ ঃ ইলিশ
জাতীয় গাছ ঃ আমগাছ
জাতীয় খেলা ঃ কবাডি
জাতীয় সৌধ ঃ জাতীয় স্মৃতি সৌধ
জাতীয় কবি ঃ কাজী নজরুল ইসলাম

জনসংখ্যা ঃ বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত, দ্রাবিড়, অষ্টিক, মঙ্গোলয়েড, ভোট চৈনিক, আর্য জনগোষ্ঠীর সংকর। বাংলাদেশের প্রায় ৪৫টি উপজাতীয় সম্প্রদায় আছে।

এদের মধ্যে চাকমা, গারো, হাজৎ, ঘাসিয়া, মগ, সাঁওতাল, রাখাইন, মণিপুরী, মুরং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা পূর্বে ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৫১ সাল থেকে মোট জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধি

সাল	জনসংখ্যা
১৯৫১	৪.১৯ কোটি
১৯৬১	৫.০৮ কোটি
১৯৭৪	৭.৬৩ কোটি
১৯৮১	৯ কোটি
১৯৯১	১১ কোটি ১৪ লক্ষ
২০০১	১২ কোটি ৯০ লক্ষ
২০১১	১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন

২০১১ সালের জনগণনানুসারে জনঘনত্ব ছিল—১১০৬/বর্গ কিমি। মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৫৪.১% ও স্ত্রী ৪৮.৪%। জনগোষ্ঠীর ৯৮% বাঙালি ও ২% অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ। ২০১৭ সালের আনুমানিক জনসংখ্যা ১৬,১৭০,০০০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৮.১০ কোটি ও মহিলা ৮.০৭ কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। জন্মহার ঃ প্রতি হাজারে ১৮.৮ জন। মৃত্যুহার ঃ প্রতি হাজারে ৫.১ জন।

লিঙ্গ বন্টন ঃ প্রতি মাসে ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষের সংখ্যা ১০০.৩ জন অর্থাৎ লিঙ্গ অনুপাত ১০০ : ১০০.৩।

ধর্ম ঃ মোট জনগোষ্ঠীর ৮৬.৬% মুসলমান, ১২.১% হিন্দু, ০.৬% বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ০.৪% ও ০.৩% অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ।

জাতিগোষ্ঠী ঃ বাঙালি ৯৮%, ২% উপজাতি গোষ্ঠী। এদের মধ্যে চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো, মণিপুরী, ত্রিপুরা, তনচংগা উপজাতি প্রধান।

ভাষা ঃ ৯৫% মানুষের ভাষা বাংলা। বাংলা হল জাতীয় ভাষা। অন্যান্য ভাষা ৫%। এছাড়া ইংরেজী ভাষার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

শিক্ষা ঃ বাংলাদেশের শিক্ষার হার ক্রমবর্ধমান। ২০১৩ সালে শিক্ষার হার ছিল ৬৫%। ২০১৬ সালে শিক্ষার হার ৭২-৭৬% এবং পুরুষ ও নারীর শিক্ষার হার যথাক্রমে ৭৫.৬২% ও ৬৯.৯০%। বর্তমানে শিক্ষার হার ৬৩.৬%।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঃ বাংলাদেশে ৩৪টি সরকারি, ৬৪টি বেসরকারি ও ২টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। দুটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যার বিচারে বৃহত্তম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত) প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারি মেডিকেল কলেজ ৬৮টি (মাস্টার ডিগ্রি ২৩টি, ডিগ্রি ৩৬টি, ডেন্টাল ৯টি) (২০১৬), বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ১০৩টি (মাস্টার ডিগ্রি ১০টি, ডিগ্রি ৬৮টি, ডেন্টাল ২৫টি) (২০১৬), সরকারি নার্সিং কলেজ ১৯টি এবং বেসরকারি নার্সিং কলেজ ৪৩টি (২০১৬); সরকারি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় ৬টি, বেসরকারি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, ৫টি পলিটেকনিক কলেজ ১০২টি, মহাবিদ্যালয় (সাধারণ শিক্ষা), ৩১৯৫টি (২০১৬), বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় ১০৫৪টি (২০১৬),

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬৪৭৮টি (২০১৬), জুনিয়ার বিদ্যালয় ২৯৩০টি (২০১৬), প্রাথমিক ৬৫০৯৯টি (২০১৮), মাদ্রাসা ১৪৪৭টি।

স্বাস্থ্য ঃ বাংলাদেশে মোট সরকারি হাসপাতাল ১২২০টি (২০১৬); নথিভুক্ত প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক ৪,৫৯৬টি (২০১৬); নথিভুক্ত প্রাইভেট পরীক্ষা কেন্দ্র (diagnostic centers) ৯৭৪১টি; সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৪৮,৯৩৪টি ও নথিভুক্ত প্রাইভেট হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৭৮,৪২৬টি; প্রতি শয্যা পিছু জনসংখ্যা ১৫২৮ জন (২০১৬); নথিভুক্ত চিকিৎসক ২৯৯১৫ জন।

গ্রন্থাগার ঃ বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালে এবং শেষ হয় ১৯৮৫ সালে। জাতীয় গ্রন্থাগার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সামগ্রী কেনার জন্য প্রতি অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকা সরকারি বাজেটের আওতায় থাকে। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের বাধ্যতামূলক প্রকাশনা জমাদান বিধি অনুসরণ করে। বর্তমানে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে ৭০টি সরকারী গণগ্রন্থাগার আছে। এর মধ্যে ১টি সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার (ঢাকা), ৫টি বিভাগীয় সরকারী গণগ্রন্থাগার (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সদরে), ৫৮টি জেলা সরকারী গণগ্রন্থাগার (৫৮টি জেলা সদরে), ২টি উপজেলা সরকারী গণগ্রন্থাগার (জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বক্সিগঞ্জ উপজেলায়), ৪টি শাখা সরকারী গণগ্রন্থাগার (২টি ঢাকা, ১টি রাজশাহীতে, ১টি ময়মনসিংহ)। এছাড়া ১টি সরকারী বিশেষ গণগ্রন্থাগার আছে।

সরকারি ছুটি ঃ সপ্তাহিক ছুটি দুইদিন শুক্রবার ও শনিবার। তবে কিছু কিছু অফিস শনিবার খোলা থাকে।

মুদ্রা ঃ বাংলাদেশের মুদ্রা টাকা (ডিবিটি চিহ্ন বা প্রতীক); ১০০ পয়সায় ১ টাকা। বাংলাদেশ দুই ধরণের মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত, ধাতব মুদ্রা ও কাগুজে নোট। নোট গুলো বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক প্রচলন করেছে। নোট মুদ্রিত হয় বাংলাদেশের সরকারি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন লিমিটেডের অধীনে (শিমুলতলী, গাজীপুর)। বর্তমানে নয়টি কাগুজে নোট (১০০০, ৫০০, ১০০, ৫০, ২০, ২০, ৪, ২ ও ১ টাকার নোট) ও তিনটি ধাতব মুদ্রা চালু আছে।

প্রশাসন ঃ

(ক) প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্র।

(খ) প্রশাসনিক বিভাগ ঃ বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগ ডিভিশন, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, মৌজা, গ্রাম, সিটি কর্পোরেশান ও পৌরসভায় বিভক্ত। আটটি ডিভিশন—ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর। জেলা—৬৪টি; উপজেলা—৪৯১টি; থানা—৫৯৯টি; ইউনিয়ন—৪৫৫৪টি; মৌজা—৫৯, ৯৯০টি; গ্রাম—৮৭,৩৬২টি; সিটি কর্পোরেশান—১২টি, মেট্রো সিটি ৪টি ও পৌরসভা—১১৩টি।

(গ) বিচার ব্যবস্থা ঃ সুপ্রীম কোর্ট হল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। সুপ্রীম কোর্ট আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। বর্তমান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।

(ঘ) রাষ্ট্রপতি ঃ রাষ্ট্রপতি হল দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রপ্রধান হলেও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রধানত আনুষ্ঠানিক, তিনি হলেন সাংবিধানিক প্রধান। তবে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীয় মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বেড়েছে। ফলে নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতিগণ ও তাঁদের কার্যকাল।

ক্রমিক নং	নাম	থেকে	পর্যন্ত
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২৬-০৩-১৯৭১	১২-০১-১৯৭২
২	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)	২৬-০৩-১৯৭১	১০-০১-১৯৭২
৩	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১২-০১-১৯৭২	১৭-১২-১৯৭২
	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১৭-১২-১৯৭২	১০-০৪-১৯৭৩
	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১০-০৪-১৯৭৩	২৪-১২-১৯৭৩
৪	স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ্ (রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত)	২৪-১২-১৯৭৩	২৭-০১-১৯৭৪
৫	জনাব মুহম্মদুল্লাহ্	২৭-০১-১৯৭৪	২৫-০১-১৯৭৫
৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২৫-০১-১৯৭৫	১৫-০৮-১৯৭৫
৭	খন্দকর মোশ্‌তাক আহ্‌মদ	১৫-০৮-১৯৭৫	০৬-১১-১৯৭৫
৮	বিচারপতি জনাব আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েম	০৬-১১-১৯৭৫	২১-০৪-১৯৭৭
৯	মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম, পিএসসি	২১-০৪-১৯৭৭	১২-০৬-১৯৭৮
	মেজর জেনালের জিয়াউস রহমান, বীর উত্তম, পিএসসি	১২-০৬-১৯৭৮	৩০-০৫-১৯৮১
১০	বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)	৩০-০৫-১৯৮১	২০-১১-১৯৮১
১১	বিচারপতি আবদুস সাত্তার	২০-১১-১৯৮১	২৪-০৩-১৯৮২
১২	বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহ্‌সান উদ্দীন চৌধুরী	২৭-০৩-১৯৮২	১১-১২-১৯৮৩
১৩	লেঃ জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ, এন ডি সি, পি এস সি	১১-১২-১৯৮৩	২৩-১০-১৯৮৬
১৪	জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	২৩-১০-১৯৮৬	০৬-১২-১৯৯০
১৫	বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দিন আহমদ (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)	০৬-১২-১৯৯০	০৯-১০-১৯৯১
১৬	জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস	০৯-১০-১৯৯১	০৯-১০-১৯৯৬
১৭	বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদ	০৯-১০-১৯৯৬	১৪-১১-২০০১
১৮	জনাব এ, কিউ, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৪-১১-২০০১	২১-০৬-২০০২
১৯	স্পীকার ব্যারিষ্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার (রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত)	২১-০৬-২০০২	০৬-০৯-২০০২
২০	প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	০৬-০৯-২০০২	১২-০২-২০০৯
২১	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান	১২-০২-২০০৯	২০-০৩-২০১৩
২২	মোঃ আবদুল হামিদ	২০-০৩-২০১৩	বর্তমান

(ঙ) সরকার ঃ প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন ও সরকার

পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী সভার ক্যাবিনেট সদস্যদের মনোনীত করেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগ করেন। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাধীন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীগণ ও তাঁদের কার্যকাল।

ক্রমিক নং	নাম	থেকে	পর্যন্ত
১	তাজউদ্দীন আহমেদ	১১-০৪-১৯৭১	১২-০১-১৯৭২
২	শেখ মুজিবর রহমান	১২-০১-১৯৭২	২৫-০১-১৯৭৫
৩	মোহাম্মদ মনসুর আলি	২৫-০১-১৯৭৫	১৫-০৮-১৯৭৫
	সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক শাসন	১৫-০৮-১৯৭৫ থেকে	২৯-০৬-১৯৭৮
	মাশিউর রহমান (বরিষ্ঠ মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন)	২৯-০৬-১৯৭৮	১২-০৩-১৯৭৯
৪	শাহ আজিজুর রহমান	১৫-০৪-১৯৭৯	২৪-০৩-১৯৮২
	সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক শাসন	২৪-০৩-১৯৮২ থেকে	৩০-০৩-১৯৮৪
৫	আতাউর রহমান খান	৩০-০৩-১৯৮৪	০৯-০৭-১৯৮৬
৬	মিজানুর রহমান চৌধুরী	০৯-০৭-১৯৮৬	২৭-০৩-১৯৮৮
৭	মউদুদ আহমেদ	২৭-০৩-১৯৮৮	১২-০৮-১৯৮৯
৮	কাজী জাফার আহমেদ	২৭-০৮-১৯৮৯	০৬-১২-১৯৯০
	প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ (তত্ত্বাবধায়ক সরকার)	০৬-১২-১৯৯০ থেকে	২০-০৩-১৯৯১
৯	বেগম খালেদা জিয়া	২০-০৩-১৯৯১	৩০-০৩-১৯৯৬
	প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক সরকার)	৩০-০৩-১৯৯৬ থেকে	২৩-০৬-১৯৯৬
১০	শেখ হাসিনা	২৩-০৬-১৯৯৬	১৫-০৭-২০০১
	প্রধান বিচারপতি লাতিফুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক সরকার)	১৫-০৭-২০০১ থেকে	১০-০১-২০০১
১১	বেগম খালেদা জিয়া	১০-১০-২০০১	২৯-১০-২০০৬
	রাষ্ট্রপতি ইজাজউদ্দিন আহমেদ (অস্থায়ী)	২৯-১০-২০০৬	১১-০১-২০০৭
	ফজলুল হক (অস্থায়ী)	১১-০১-২০০৭	১২-০১-২০০৭
	ফখরুদ্দিন আহমেদ (তত্ত্বাবধায়ক সরকার)	১২-০১-২০০৭	০৬-০১-২০০৯
১২	শেখ হাসিনা	০৬-০১-২০০৯	বর্তমান

(চ) ভোটাধিকার ঃ বাংলাদেশে ১৮ বছর বা তার বেশী বয়সীদের সর্বজনীন ভোটাধিকার আছে।

(ছ) নির্বাচন ঃ জাতীয় সংসদ পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদরা জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। সাধারণ নির্বাচন পাঁচ বছর অন্তর হয়। জাতীয় সংসদে মোট আসন ৩০০। শেষ সাধারণ নির্বাচন হয় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর। বর্তমান সংসদে স্পীকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বেশ কয়েকটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠা রয়েছে। এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ আইনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যথা নির্বাচন কমিশন; বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি); কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (সিএজি); এবং এটর্নি জেনারেল।

ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঃ রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল বাংলাদেশ (১৯৭২ সালের ঢাকায় স্থাপিত হয়। আটটি ব্যাঙ্কের একটি করে শাখা আছে এবং ৮টি বিদেশি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাথে করেসপন্ডেস সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্রের ১৪টি ব্যাঙ্কে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক তার বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি বিনিয়োগ করে রেখেছে)। বাংলাদেশে ৫৮টি নির্ধারিত ব্যাঙ্ক (scheduled banks)-এর মধ্যে ৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ৩টি রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিশেষয়িত ব্যাঙ্ক ও ৪০টি দেশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (৩২টি প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও ৮টি ইসলামিক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক) ৯টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এর ৫টি অনির্ধারিত ব্যাঙ্ক (non-scheduled banks) আছে। ৩৪টি অব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান-এর মধ্যে ২টি রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ১টি রাষ্ট্রীয় মালিকানা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ১৫টি ব্যক্তিগত মালিকানা ও ১৫টি যৌথ মালিকানা। ২টি স্টক এক্সচেঞ্জ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম), ২টি সরকারি, ৪৩টি বেসরকারি সাধারণ বিমা কোম্পানি ও ১৭টি বেসরকারি জীবন বিমা কোম্পানি, ডাকঘর সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক এবং ডাক বিভাগের জীবন বিমা প্রকল্প। বাংলাদেশে প্রায় ১,৪৫,০০০ সমবায় সমিতি আছে। ১৫০০ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী এনজিও প্রতিষ্ঠান।

অর্থনীতি ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। দেশের দুই-তৃতায়াংশ মানুষের উপজীবিকা কৃষি। এছাড়া পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে দেশজ উৎপাদনের অর্ধেক আসে। বাংলাদেশ গোল্ডম্যান স্যাস কর্তৃক "Next Eleven Economy of the world" হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ১,৬০২ ডলার ($); জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৪%; দারিদ্রের হার ২৩.৫%। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকে অবস্থান ১৩৯তম এবং আন্তর্জাতিক অনুদান নির্ভরতা ২%।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) ঃ দেশের শিল্প ও রফতানির উন্নয়নের জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিজেড স্থাপন করেছে। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, উত্তরা, আদমজী, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, কর্ণফুলী, মাংলাটে ১টি করে ইপিজেড আছে।

প্রধান খাদ্য ঃ চাল, গম, সবজি, ডাল, মাছ এবং মাংস।

প্রধান ফসল ঃ ধান, পাট, চা,গম, আঁখ, ডাল, সরিষা, আলু, সবজি ইত্যাদি প্রধান শস্য এবং আম, কাঁঠাল, জাম, আনারস, কলা, লিচু, লেবু, পেয়ার, তরমুজ ইত্যাদি প্রধান ফল।

প্রধান মাছ ঃ ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ, একে অ্যানাড্রোমাস বলা হয় এবং এটি লোনা ও স্বাদু উভয় জলে বসবাস করে। এছাড়া রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, সরপুঁটি, বোয়াল, শল, গজার, টাকি, পাবদা, আইড়, রিঠা, পাঙ্গাস, শিং, মাগুর, কৈ ইত্যাদি স্বাদু জলের মাছ এবং রুপচাঁদা, ছুরি, ভেটকি, লইট, পোয়া ইত্যাদি লোনা জলের মাছ পাওয়া যায়।

প্রধান শিল্প ঃ পোশাকশিল্প বাংলাদেশের বৃহত্তম ও পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প। পাট শিল্প (বিশ্বের সর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী), চা, চিনি, কাগজ, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, সিমেন্ট, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইলেকট্রিক ও ইলেট্রনিক্স সামগ্রী, ঔষধ শিল্প বাংলাদেশের প্রধান শিল্প।

প্রধান রপ্তানি ঃ তৈরি পোশাক (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প), কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য (পাট উৎপাদন বাংলাদেশ প্রথম), চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, চিংড়ি ও অন্যান্য

প্রক্রিয়াজাত মাছ, সিরামিক, নিউজপ্রিন্ট কাগজ, আইটি আউটসোর্সিং, ইত্যাদি।

প্রধান আমদানি ঃ গম, তুলা, ভোজ্যতেল, সার, অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ, সিমেন্ট, সুতা ইত্যাদি।

খনিজ সম্পদ ঃ বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। বর্তমানে দেশে ১৭টি গ্যাসের ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। এছাড়া কয়লা, চুনাপাথর, লিগনাইট, শ্বেতমৃত্তিকা, কাঁচবালি, চীনামাটি, ধাতব খনিজ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

জল সম্পদ ঃ প্রাকৃতিকভাবেই বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণে ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ জল সম্পদে সমৃদ্ধ। বৎসরের সর্বোচ্চ প্রবাহ থাকে আগস্ট মাসে ও সর্বনিম্ন প্রবাহ থাকে ফেব্রুয়ারি মাসে।

বন সম্পদ ঃ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত গেজেটনথিভুক্ত দেশের মোট বনাঞ্চল ২,৫৭৯,৩৮৭.৯৬ হেক্টর; সংরক্ষিত বন ১,৮১৮,২১৯.০২ হেক্টর।

শক্তি সম্পদ ঃ কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, জলবিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি।

পরিবহন ব্যবস্থা ঃ

বিমান পরিবহন ঃ বর্তমান বাংলাদেশে আটটি পূর্ণাঙ্গ বিমানবন্দর, আটটি স্টল (Short-take off and landing) জাতীয় অবকাঠামো এবং থানা সদরে কিছু হেলিপোর্ট আছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট অবস্থিত বিমান বন্দরগুলিতে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল পরিচালনা করা হয়ে থাকে। শুধু অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের জন্য ব্যবহৃত বিমান বন্দরগুলি যশোর, সৈয়দপুর, রাজশাহী, কক্সবাজার এবং বরিশালে অবস্থিত। দেশের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ আগমন-বহির্গমনের প্রায় ৫২% জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমান বন্দর প্রায় ১৭% যাত্রী পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ এয়ালরাইন্স দেশের একমাত্র জাতীয় পতাকা বহনকারী বিমান সংস্থা। বিশ্বের ৪৩টি দেশের সঙ্গে বিমানের চুক্তি রয়েছে কিন্তু ২০১১ সালে বিমান ১৬টি দেশে ১৮টি গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করত। এছাড়া ঢাকা থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ তিনটি গন্তব্যেও বিমানের ফ্লাইট চালু ছিল। এ সময় বিমানের বহরে ছিল চারটি ডিসি-১০, একটি বোয়িং ৭৭৭ ও দুটি বোয়িং ৭৩৭, দুটি এয়ার বাস এ-৩১০, তিনটি এফ-২৮সহ এক ডজন আকাশযান। বর্তমানে ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের মধ্যে রয়েছে জিএমজি, এয়ারলাইন্স, বেস্ট এয়ার, ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এবং রিজেন্ট এয়ারওয়েজ ইত্যাদি।

নৌপরিবহন ঃ দেশের অশ্রেণিকৃত রুটসহ নৌপথের (৭০০ নদী) মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় ১৩ হাজার কিলোমিটার। বর্ষাকালে মোট নৌপথের ৮,৪৩৩ কিলোমিটারে বড় নৌযান চলতে পারে। এর মধ্যে ৫,৯৬৮ কিলোমটার নৌপরিবহনের জন্য শ্রেণিকৃত এবং শুষ্ক মৌসুমে নৌপরিবহন পথের দৈর্ঘ্য শ্রেণিকৃত ৩,৮৬৫ কিলোমিটার। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মূলত যাত্রীবাহী নৌকা, মালবাহী নৌকা, ট্যাঙ্কার, টাগবোট এবং ডামক্রাফটসের সমন্বয়ে গঠিত। বর্তমানে (২০১১) মি ট্রাক এবং ফেরিসহ রেজিস্ট্রিকৃত যাত্রীবাহী নৌকার সংখ্যা, ১,৮৬৮, ট্যাঙ্কার এবং কোস্টারসহ মালবাহী নৌকো ২,১৬০,

ডামক্রাফট ৭৬০ এবং টোয়িং নৌকার সংখ্যা ১৯৪। বিআইডব্লিউটিসি'র ৯৭টি জাহাজ রয়েছে যার মধ্যে ৪১টি রেজিস্ট্রার্ডকৃত যাত্রীবহনকারী, ৫৬টি ফেরি, ৭৩৯টি যাত্রীবাহী লঞ্চকে ২৩০টি রুটে চলাচলের জন্য ৫৯৫টি সময়সূচী প্রদান করা হয়েছে, বেসরকারি মালিকানায় মোট ২,৬৮,৬০৩ টন পরিবহন ক্ষমতাসম্পন্ন ১,১১৫টি স্বয়ংচালিত নৌযান রয়েছে। আটটি আন্তঃপথ এবং আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যিক রুটের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চলে। অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরের সংখ্যা ২৯টি।

সড়ক পরিবহন ঃ বর্তমান সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক সমূহ সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ ও কালভার্ট উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় প্রায়২১,৪৮১ কিলোমিটার সড়ক, এর মধ্যে ৩,৭৯০.৮৬১ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক, ৪,২০৬.১২১ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ১৩,১২১.৭৫৭ কিলোমিটার জেলা সংযোগ সড়ক, ৪৫০৭ টি ব্রিজ, প্রায় ১৩,৭৫১ টি কালভার্ট রয়েছে। জাতীয় মহাসড়ক ৬৬টি, আঞ্চলিক মহাসড়ক ১২১টি ও জেলা মহাসড়ক ৬৩৩টি গুলির প্রায় সম্পূর্ণ অংশই পাকা। জাতীয় মহাসড়কগুলি যে সকল বাঁধের উপর নির্মিত হয় সেগুলির প্রস্থ ১২.২ মিটার, সড়কের প্রস্থ ৭.৩ মিটার এবং উচ্চতা ১.৮৩ মিটার হয়ে থাকে। আঞ্চলিক মহাসড়কের ক্ষেত্রে এই তিনটি পরিমাপ যথাক্রমে ১০ মিটার, ৫.৫ মিটার এবং ১.৮৩ মিটার হয়ে থাকে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশে নথিভুক্ত ৫২৯৯টি অ্যাম্বুলেন্স, ২৪,৯০৯১টি অটোরিকশা, ২০,৪২২টি অটোটেম্পু, ৪৪৩৭৪টি বাস, ৮৮৩০টি কার্গো ভ্যান, ২৭,১১৮টি ঢাকাভ্যান, ২৭,৯৩৬৫টি ডেলিগভারি ভ্যান, ৫৪,৪৩৭টি জিপ, ৯৮,১৭৫টি মাইক্রোবাস, ২৭, ৯২৬টি মিনিবাস, ২১,৪৫,৬৫৯টি মোটর সাইকেল, ১০৫১৫৩টি পিকআপ কেবিন, ৩, ৩৫,৬৬০টি ব্যক্তিগত যাত্রীবাহী গাড়ি, ৪৯৩৯টি ট্যাঙ্কার, ৪৫,২৩১টি ট্যাক্সি, ৪০, ৮৬৭টি ট্রাক্টর, ১,৩৫,০৮১টি ট্রাক, ১৬,৫২২টি অন্যান্য গাড়ি আছে।

রেলওয়ে ঃ বাংলাদেশ রেলপথ সরকারি মালিকানা ও সরকার কর্তৃক পরিচালিত দেশের একটি মুখ্য পরিবহন সংস্থা। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর এদেশের রেলওয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ রেলওয়ে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্যবস্থা পূর্ব জোনে ও পশ্চিম জোনে বিভক্ত। বর্তমানে মোট ২৫০৮৩ জন নিয়মিত কর্মচারীসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ২৮৮৫টি কিমি রুট ও ৪৯৮টি স্টেশন, ৩৬৪ কিমি ডাবল লাইন, ৬৮২ কিমি ব্রডগেজ, ১৮৩৮ কিমি মিটারগেজ রয়েছে। সমস্ত রেলওয়েতে আছে ৫৪৬টি বড় সেতু, ৩,১০৪টি ছোট সেতু আছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘতম সেতু হল বঙ্গবন্ধু সেতু (ডাবল গেজে ৪.৮ কিমি) ও হার্ডিংজ সেতু হল দীর্ঘতম রেলসেতু (ব্রডগেজ ১.৮ কিমি)। বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ট্রেন ৩৪৮টি এর মধ্যে ইন্টারসিটি ৮৬টি (পূর্বাঞ্চলে ৪৬টি ও পশ্চিমাঞ্চলে ৪০টি), লোকাল/মিক্সড/পিএন্ডভি ১২৬টি (পূর্বাঞ্চলে ৭৩টি ও পশ্চিমাঞ্চলে ৫৩টি), মেইল এক্সপ্রেস, কম্পিউটার ডেমু ১৩২টি (পূর্বাঞ্চলে ৮২টি ও পশ্চিমাঞ্চলে ৫০টি), মৈত্রী ০৪টি (পূর্বাঞ্চলে-০০টি ও পশ্চিমাঞ্চলে ০৪টি)। বাংলাদেশ রেলওয়ের আছে ৬টি কারখানা ঃ ১টি সৈয়দপুরে, ২টি পাহাড়তলীতে, ২টি পার্বতীপুরে ও ১টি ঢাকায়। সবচেয়ে বড় কারখানা সৈয়দপুরে।

বন্দর ঃ বিমানবন্দর — বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট এই তিনটি হল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবা পাওয়া যায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কক্সবাজার, সৈয়দপুর, রাজশাহী, পাবনা ও বরিশাল বিমানবন্দর থেকে।

সমুদ্রবন্দর ঃ বাংলাদেশে দুটি সমুদ্র বন্দর হল চট্টগ্রাম ও মাংলায়।

নৌবন্দর ঃ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরগুলো হল ঢাকা, চাঁদপুর, বরিশাল, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব বাজার, আশুগঞ্জ।

স্থলবন্দর ঃ বেনাপোল ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য স্থলবন্দর। এই বন্দরের মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য হয়ে থাকে।

বাঁধ বা ড্যাম ঃ নদীর জলের স্তর উত্তোলন বা নৌচলাচলের জন্য নাব্য রক্ষার জন্য বা সেচ ও অন্যান্য কাজের জন্য নদী বাঁধ নির্মিত হয়। বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাঁধ আছে। **তিস্তা বাঁধ**—লালমনিরহাট জেলার দুয়ানিতে তিস্তা নদীর উপর ৬১৫ মিটার দীর্ঘ কংক্রিটের বাঁধ, যার অপসারণ ক্ষমতা ১২.৭৫০ কউসেক। **বুড়ি তিস্তা বাঁধ**—নীলফারামি জেলার ডিমলা এবং জলঢাকা উপজেলায় বুড়ি তিস্তা নদীর উপর ৯১.৫ মিটার দীর্ঘ বাঁধ যার অপসারণ ক্ষমতা ২৫.৭ কউসেক। **কাপ্তাই ড্যাম**—রাঙামাটি জেলার কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলি নদীর উপর নির্মিত দেশের উল্লেখযোগ্য ড্যম, যার দৈর্ঘ্য ৬১০ মিটার এবং উচ্চতা ৪৩ মিটার। **মেঘনা ড্যাম**—রামগতি ও নোয়াখালী মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মেঘনা নদীর উপর ১২ কিমি ড্যাম। **ফেনী ড্যাম**—ফেনী নদীর উপর নির্মিত ৩.৪১ কিমি দীর্ঘ ড্যাম।

দূরদর্শন সম্প্রচার কেন্দ্র ঃ বাংলাদেশে দূরদর্শন বা টিভি স্টেশন সম্প্রচার কেন্দ্র ২টি ঢাকা ও চট্টগ্রাম এবং রিলে সেন্টার ১৪টি সেগুলি হল সিলেট, খুলনা, নাটর, ময়মনসিংহ, রংপুর, নোয়াখালী, সাতীক্ষরা, রাঙ্গামাটি, ঠাকুরগাঁও, জেনিধা, বি-বারিয়া, পটুয়াখালী, রাজশাহী ও উখিয়া।

রেডিও বা বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র ঃ বাংলাদেশে মোট ৭৩টি বেতার স্টুডিও আছে। বাংলাদেশে ১৪টি আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার, বান্দারবন, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, শাহবাগ (দেশের প্রথম ও প্রাচীনতম), জাতীয় বেতার ভবন ও ঠাকুরগাঁও থেকে রেডিও সম্প্রচার করা হয়।

উপগ্রহ ভূ কেন্দ্র ঃ চট্টগ্রামের বেতবুনিয়া ; ঢাকার সাভার উপজেলায় তালিবাবাদ এবং ঢাকা মহানগরীর মহাখালীতে মোট তিনটি উপগ্রহ ভূ কেন্দ্র আছে বাংলাদেশে।

সংবাদ পত্র ও ম্যাগাজিন ঃ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের মুহূর্তে বাংলাদেশে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল ১০। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন সরকারিভাবে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, দ্য বাংলাদেশ অবজারভার ও দ্য বাংলাদেশ টাইমস এই চারটি পত্রিকা ছাড়া সরকার অন্য সব পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়, ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল। বাংলাদেশের ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রধান সকল পত্রিকা নিয়মিত সাইজের, আর দেশের বিভিন্ন জেলা শহর থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকাই

ট্যাবলয়েড আকারের। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকেই ডেস্কটপ পাবলিকেশন প্রযুক্তি বিকশিত হতে থাকে। ১৯৯৫ সাল থেকে সংবাদপত্রে রঙিন ছবি মুদ্রণও চালু হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দৈনিক পত্রিকার মধ্যে ছিল ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, ইনকিলাব, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, বাংলাবাজার পত্রিকা, মুক্তকণ্ঠ, প্রথম আলো, সংবাদ, মানবজমিন, সংগ্রাম, দ্য বাংলাদেশ অবজার্ভার, দ্য ডেইলি স্টার, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং নিউ নেশন। ২০০০-এর দশকে নতুন সংযোজন ছিল ঃ যুগান্তর, সমকাল, যায়যায়দিন, আমারদেশ, নয়াদিগন্ত, কালেরকণ্ঠ, দি নিউজ টুডে, নিউ এজ এবং আমাদের সময়, আলোকিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ডেইলি সান, দি ডেইল অবজারভার, ঢাকা ত্রিবুনে দি বাংলাদেশ টুডে। বিভিন্ন জেলা শহর থেকে প্রকাশিত দৈনিকসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত আজাদী ও পূর্বকোণ, বগুড়া থেকে করতোয়া, খুলনা থেকে পূর্বাঞ্চল এবং সিলেট থেকে যুগভেরী। স্বাধীনতার পর প্রকাশিত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিচিত্রা, যায় যায় দিন, হলিডে, রোববার, সচিত্র সন্ধানী, পূর্ণিমা, ঢাকা কুরিয়ার, খবরের কাগজ, আগামী, সাপ্তাহিক ২০০, সাপ্তাহিক এখন, সাপ্তাহিক প্রতিচিত্র, শীর্ষকাগজ ও শৈলী। মহিলা পাঠকের পত্রিকা সাপ্তাহিক বেগম পাকিস্তান, পাক্ষিক অনন্যা। এছাড়া বিশেষ বিষয়ের পত্রিকা প্রকাশিত হয়, বিষয়সমূহ হল চলচ্চিত্র, বিনোদন, ক্রীড়া, সাহিত্য, ব্যবসাবাণিজ্য, প্রযুক্তি, উন্নয়ন, সমাজ, অর্থনীতি, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, অপরাধ ও কার্টুন। ১৯৮৮ সালে আবির্ভূত হয় বেসরকারি বার্তা সংস্থা ইউনাটেড নিউজ অব বাংলাদেশে (ইউএনবি)। নব্বইয়ের দশকে চালু হওয়া বার্তা সংস্থার মধ্যে চট্টাগ্রামের বাংলাদেশ নিউজ এজেন্সি (বিএনএ), ঢাকাকেন্দ্রিক প্রোব বার্তা সংস্থা, নিউজ মিডিয়া এবং আবাস উল্লেখযোগ্য। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০০৮ সালে সারাদেশে ৪১২টি দৈনিকসহ মোট ৭১২টি সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকার ৯০ শতাংশেরও অধিক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। বর্তমানে বেশিরভাগ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার অনলাইন প্রকাশনা রয়েছে।

উৎসব ঃ সর্বজনীন উৎসব — নবান্ন ও বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশের সর্বজনীন উৎসব।

ধর্মীয় উৎসব ঃ ঈদুল ফিতল, ঈদুল আযহা, শবে বরআত, শবে কদর, ঈদে-মীলাদুননবী, মুহররম্ ইত্যাদি মুসলিমদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। দুর্গাপুজা, কালীপুজা, লক্ষ্মীপুজা, সরস্বতীপুজা, দোলযাত্রা, হোলি ইত্যাদি হিন্দুদের; বড়দিন খ্রিস্টানদের এবং বৌদ্ধপূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব।

খেলা বা ক্রীড়া ঃ বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কবাডি বা হা-ডু-ডু। অন্যান্য খেলা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, হ্যান্ডবল, ভলিবল, দাবা, ক্যারাম, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলাদেশের নিজস্ব উপকরণহীন খেলা যথা এক্কাদোক্কা, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, কানামাছি, বউটি খেলা এবং উকরণ বহুল খেলা যথা ডংগুলি, রাম-সাম-যদু-মধু, মার্বেল খেলা, রিং ইত্যাদি খেলা উল্লেখযোগ্য।

তথ্য প্রযুক্তি বা আইটি ঃ বাংলাদেশের জাতীয় ডোমেইন হল ডট বিডি (.bd)। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের তথ্যানুসারে ২০১৭ সালে ইন্টারনেটের অনুপ্রবেশের সংখ্যা ছিল ৬.৬৭ কোটি এবং মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৮৩ লক্ষ; মোবাইল অনুপ্রবেশের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৮০%।

পর্যটন আকর্ষণ ঃ

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ — লালকেল্লা, মুঘল ঈদ্গাহ, আহসান মঞ্জিল, সোনারগাঁও, উয়ারী-বটেশ্বর, ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড ইত্যাদি।

সমুদ্র সৈকত — পতেঙ্গা, পারকী, কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্ট মার্তিন দ্বীপ, কুয়াটা ইত্যাদি।

পাহাড় ও নদী — রাঙ্গামাতি-হ্রুদ জেলা, কপ্তাই—হ্রুদ শহর, খাগড়াছড়ি—পাহাদের শীর্ষের শহর, বান্দারবান—বাংলাদেশের ছাদ, ময়মনসিংহ, সিলেট, মহেশখালী দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ।

বন ও জলাবন — সুন্দরবন, রাতারগুল জলাবন।

ঐতিহাসিক স্থানসমূহ — জাতির পিতার সমাধিসৌধ, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, জাতীয় কবির সমাধিসৌধ, কার্জন হল, বলধা গার্ডেন, শিলাইদহ কুঠিবাড়ি, গান্ধী আশ্রম ইত্যাদি।

অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থান ঃ জাতয় সংসদ ভবন, বঙ্গভবন, শাঁখারীবাজার, সদরঘাট, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, জাতীয় চিড়িয়াখানা, জাতীয় উদ্যান, রাজশাহী, যমুনা ব্রিজ, ঢাকা (বাংলাদেশের রাজদানী শহর), চট্টগ্রাম বা চিটাগাং, খুলনা, দিনাজপুর, কুমিল্লা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রম ঃ

- জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ।
- ৪র্থ বৃহৎ মুসলিম দেশ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসাবে বিশ্বের ৩য় দেশ।
- জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বিশ্বের ৭ম বৃহৎ দেশ।
- ১০ কোটির উপর জনসংখ্যার দেশ হিসাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ।
- গাঙ্গেয় বদ্বীপে অবস্থিথ, যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ।
- কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত।
- জিডিপির দিক থেকে, বাংলাদেশের অর্থনীতি পৃথিবীর ৩৫তম দেশ কিন্তু জিডিপি বৃদ্ধির দিক থেকে পৃথিবীর ২৮তম অর্থনীতি।
- বাংলাদেশের পোশাকশিল্প পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম পোশাকশিল্প।
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাট উৎপাদনকারী দেশ (পাট উদ্ভিজ্জ আঁশের মধ্যে উৎপাদনের দিক দিয়ে ২য়, তুলার পরেই অবস্থান)।
- সুন্দরবন (বাংলাদেশ ও ভারত) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন।
- বাংলাদেশের পোশাকশিল্প ন্যূনতম মজুরি পৃথিবীর সর্বনিম্ন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। মাথ্যু, মান্নেন, সম্পা। মনোরমা ইয়ারবুক ২০১৮। ২৩-তম সংস্কার। কোট্টায়াম, কেলারা ঃ মালয়ালা মনোরমা, ২০১৮।

২। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। বাংলাপিডিয়া ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ। দ্বিতীয় সংস্কার। ঢাকা, বাংলাদেশ ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১।

৩। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সংগৃহীত। https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_Bangladesh তারিখ ১২ই অক্টোবর, ২০১৮।

৪। বাংলাদেশকে জানুন। সংগৃহীত https://bangladesh.gov.bd./site/page তারিখ ১২ই অক্টোবর, ২০১৮।

৫। গণগ্রন্থাগারসমূহ। বাংলাদেশ গণগ্রন্থাগার অধিকারদপ্তর। সংগৃহীত। http://www.publiclibrary.gov.bd/ তারিখ ২৯ অক্টোবর, ২০১৮।

৬। হেলথ বুলেটিং-২০১৬। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশান সিস্টেম, ডিরেকটরেট অফ জেনারেল হেলথ সারভিসেস। বাংলাদেশ।

৭। বাংলাদেশ বেতার। সংগৃহীত https//beter.portal.gov.bd/page/ তারিখ ৩০ অক্টোবর, ২০১৮।

৮। বাংলাদেশ টেলিভিশন। সংগৃহীত https/www.btv.gov.bd/site/page তারিখ। ৩০ অক্টোবর, ২০১৮।

৯। সংবাদপত্র_ ও_ সাময়িকী। সংগৃহীত বাংলাপিডিয়া ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ https//bn.banglapedia.org/index.php?title=সংবাদপত্র ও সাময়িকী, তারিখ ৩১ অক্টোবর, ২০১৮।

১০। বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক। http://bn.banglapedia.org/index.php?title=বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক, তারিখ ৩১ অক্টোবর, ২০১৮।

১১। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড। http://tourismboard.gov.bd/, তারিখ ১ নভেম্বর ২০১৮।

১২। বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক। https://www.bb.org.bd/fnansys/bankfi.php, তারিখ ১ নভেম্বর, ২০১৮।

১৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে। http://www.railway.gov.bd///বাংলাদেশ-রেলওয়ে।